বিশেষ ক্রোড়পত্র **বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে** ৩১ ডিসেম্বর, ২০১১

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

গোপালগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আধুনিক সভ্যতায় বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ সেক্টরকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্নয়নের এক অভাবনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজে সফল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। দেশের মাত্র ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। বাকিদের বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেক্টরে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে। গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ায় গোপালগঞ্জসহ সমগ্র দেশের মানুষ উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি।

আমি এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী
বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বাণী

সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এখাতের সার্বিক সমস্যা দূরীকরণে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বর্তমান সরকারের যে অঙ্গীকার রয়েছে তা বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে গৃহীত সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর সুফল দেশবাসী ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছেন।

গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের এই শুভ লগ্নে আমি এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বর্তমানে দেশে গ্যাস সংকটের কারণে সরকার তরল জ্বালানিভিত্তিক বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এর অন্যতম। এতে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় কিছুটা বেশী হলেও সরকার জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের স্বার্থে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজও বর্তমানে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি আমরা কয়লাভিত্তিক কয়েকটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছি। গ্রিড কানেকটেড সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তিও সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বহুমুখী জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সরকারের দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে।

গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আশা করি চলমান অন্যান্য বিদ্যুৎ প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়ে বিদ্যুৎ খাতে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, যা বিদ্যুৎ খাতের অগ্রযাত্রাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি একটি নতুন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ভিশনে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার এবং বিদ্যুৎ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

বিদ্যুৎ খাতে এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনার এই দেশে বর্তমানে বিদেশীদের পাশাপাশি দেশীয় উদ্যোক্তারাও সফলভাবে অংশগ্রহণ করছে। বিদ্যুৎ একটি পুঁজিঘন এবং সময় সাপেক্ষ খাত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের গৃহীত প্রয়োজন উপযোগী পদক্ষেপের কারণে প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বিদ্যুৎ খাত আজ ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

আজকের এই শুভ দিনে আমি গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধনের সদয় সম্মতি দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বিদ্যুৎ খাত ঃ উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ

এ. এস. এম. আলমগীর কবীর
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বর্তমান বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১০% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৩ সালে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট বিবেচনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রক্ষেপিত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা স্থাপন এবং পল্লী এলাকার কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, লোড শেডিং এর মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে কমিয়ে আনা এবং ২০২১ সালে "সবার জন্য বিদ্যুৎ" সরকারের এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন ও সর্বোপরি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের ছক-১ এ বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

ছক ১ ঃ এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (ডিরেটেড)	৭৬১৩ মেগাওয়াট
বর্তমান চাহিদা	৬০০০ মেগাওয়াট
বর্তমান উৎপাদন	৫০০০-৫৩০০ মেগাওয়াট
সর্বোচ্চ উৎপাদন (২৯ আগষ্ট, ২০১১)	৫২৪৪ মেগাওয়াট
সঞ্চালন লাইন (২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি)	৮৬০০ কিলোমিটার
বিতরণ লাইন (৩৩ কেভি পর্যন্ত)	২,৭৮,০০০ কিলোমিটার
গ্রাহক সংখ্যা	১ কোটি ২৫ লক্ষ
বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার	৫০ %
মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৫২ কিলোওয়াট ঘন্টা

বর্তমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন ক্ষমতার এক পঞ্চমাংশের বয়স ২০ বছরের উর্ধ্বে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ যথাসময়ে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া সহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ফোর্সড আউটেজ এর পরিমাণ বেশী। এছাড়া গ্যাস সরবরাহ স্বল্পতার জন্য প্রায় ৫০০-৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দৈনিক পিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০০ থেকে ৫৩০০ মেগাওয়াট এ উঠানামা করে। ডিসেম্বর মাসে গড় Peak Power Generation ছিল প্রায় ৪৮৬০ মেগাওয়াট যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৩০০ মেগাওয়াট বেশী (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মাসওয়ারী গড় দৈনিক পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

বিকল্প জ্বালানি

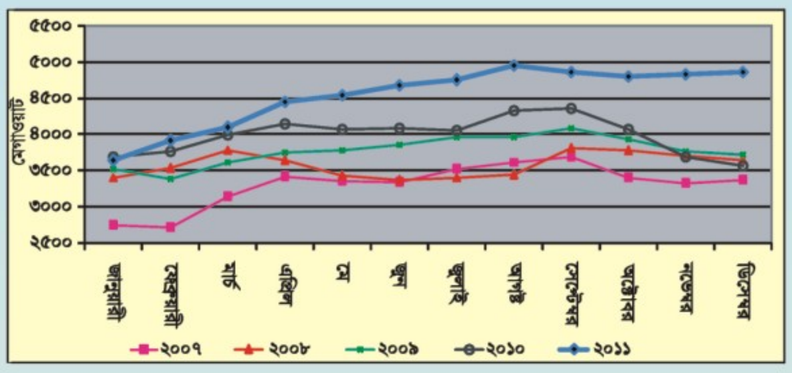

দেশের বিদ্যমান গ্যাসের স্বল্পতা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা বিবেচনায় বিকল্প জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ২০১১ অর্থ বছরে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৮২% (চিত্র-২)। ২০১২ অর্থ বছরের প্রথম ৪ মাসে তা কমে ৭৪% (চিত্র-৩) এ দাঁড়িয়েছে। গ্যাসের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ২০১৬ সাল পর্যন্ত গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল, ডিজেল, ফার্নেস ওয়েল, কয়লা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য LNG আমদানীর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের পর কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনায় এনে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

চিত্র-২: জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন(অর্থ বছর ২০১১)

চিত্র-৩: জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন(অর্থ বছর ২০১২)

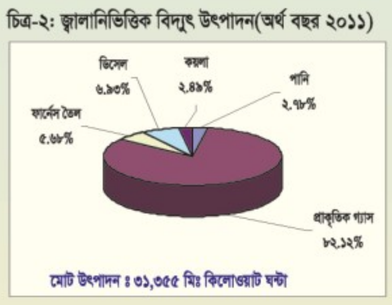

২০১৬ পর্যন্ত উৎপাদন পরিকল্পনা

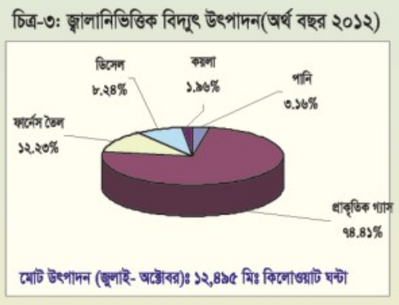

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ২৮৯৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৩ টি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা (ডিরেটেড) ৭৬১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। আগামী ২০১২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সময় সাপেক্ষ হওয়ায় ২০১১ সালে সরকার জরুরী ভিত্তিতে লোড শেডিং সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছে। নিম্নোক্ত ছকে ২০১৬ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সার সংক্ষেপ দেখানো হলো (ছক-২)।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গোপালগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে গোপালগঞ্জ এবং দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন এক ধাপ এগিয়ে গেল।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে দায়িত্ব পালনকালে আমরা ১৬০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছিলাম। আমরাই প্রথম বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন উন্মুক্ত করেছিলাম। নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার উৎপাদনের এ ধারা বজায় রাখেনি।

এবার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই আমরা নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এযাবৎ ২৮৯৪ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। আরও ২৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিসহ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিনিময় কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণেরও উদ্যোগ নিয়েছি। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনকেও আমরা উৎসাহিত করছি।

আমি আশা করি, গোপালগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ায় দেশের এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এবং শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোহাম্মদ এনামুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যকরী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে নবনির্মিত গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে সকলকে স্বাগত জানাই।

বর্তমান সরকার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই এর সুফল জনগণ পেয়েছেন। জাতীয় গ্রিডে এযাবৎ ২৮৯৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যুক্ত হয়েছে। সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হওয়ায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার হবে।

সরকারের বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ১৫০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য বিদ্যুৎ' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কাজের দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এখাতের উন্নয়নেও সরকার সমান আন্তরিক। আমরা সকলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হলে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির আরো উন্নতি সম্ভব হবে।

আমি গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

মোহাম্মদ এনামুল হক, এমপি

ছক-২ ঃ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ

সাল	২০১২ (মেঃওঃ)	২০১৩ (মেঃওঃ)	২০১৪ (মেঃওঃ)	২০১৫ (মেঃওঃ)	২০১৬ (মেঃওঃ)	মোট (মেঃওঃ)
সরকারি খাত	৬৩২	১৪৬৭	১৬৬০	১৪১০	৭৫০	৫৯১৯
বেসরকারি খাত	১৩৫৪	১৩৭২	১৬৩৭	৭৭২	১৬০০	৬৭৩৫
বিদ্যুৎ আমদানী		৫০০				৫০০
মোট	১৯৮৬	৩৩৩৯	৩২৯৭	২১৮২	২৩৫০	১৩,১৫৪

২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরওয়ারী বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ চিত্র নিম্নের ছক-৩ এ দেখানো হলোঃ

ছক-৩ ঃ ২০১৬ সাল পর্যন্ত বছরভিত্তিক সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদা ও সরবরাহ

বছর	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা (মেঃওঃ)	৬,৭৬৫	৭,৫১৮	৮,৩৪৯	৯,২৬৮	১০,২৮৩	১১,৪০৫
সম্ভাব্য সরবরাহ ক্ষমতা (মেঃওঃ)	৫,৬২৮	৭,১৫৮	৯,৫২১	১১,৪৪৪	১২,৭৬৫	১৪,০৮৪

প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন

এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি খাতে সর্বমোট ৫৩১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৪৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাকী ৩৩৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৫ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে (ছক-৪)। এছাড়া সরকারি খাতে ১০ টি এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি) ২৩টি সহ মোট ৩৩ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৮৫৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা ধারাবাহিকভাবে আগামী ৬ মাসের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে (ছক-৫)।